যুগান্তর

তারিখ ... 12 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ১ ...

কলেজে ভর্তি না হওয়া শিক্ষার্থীরা

ঝরে পড়াদের নিয়ে ভাবতে হবে

সারা দেশের একাদশ শ্রেণীর ভর্তির আবেদন প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। সুষ্ঠুভাবে ছাত্রছাত্রীরা যাতে আবেদন করতে পারে সেজন্য দুই দফা সময়ও বাড়ানো হয়। এ বছর এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে মোট ১৬ লাখ ৪৫ হাজার ২০১ জন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় ১৪ লাখ ৫২ হাজার ৬০৫ জন। উত্তীর্ণ এই শিক্ষার্থীদের মধ্যে ১ লাখ ৫১ হাজার ৫০৬ জন একাদশ শ্রেণীতে কলেজে ভর্তির জন্য আবেদনই করেনি। কলেজে ভর্তির আবেদন না করা শিক্ষার্থীর প্রকৃত সংখ্যা আরও বেশি বলে মতপ্রকাশ করেছেন শিক্ষা বোর্ডের একজন কর্মকর্তা, কারণ তার মতে, দেশের ১০টি শিক্ষা বোর্ড থেকে গত দুই বছর এবং বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (বাউবি) থেকে গত তিন বছর এসএসসি পাস করা শিক্ষার্থীরাও এবার কলেজে আবেদন করার সুযোগ পেয়েছে। ফলে এরা যদি আবেদন করে থাকে, তাহলে নিয়মিত শিক্ষার্থীদের আবেদন না করার সংখ্যা আরও বেশি হবে, যা বলাই বাহুল্য। প্রতি বছর ফল প্রকাশের পর অনেকে আনন্দ উল্লাসে মেতে ওঠেন। পিএসসি, জেএসসি পরীক্ষায় প্রায় শতভাগ পাসের হার দেখে আত্মতৃপ্ত হন। কিন্তু তারা প্রকৃত শিক্ষা ও শিক্ষার্থীর মানোন্নয়ন, মেধা উন্নয়নের কোনো চিন্তা যেমন করেন না, তেমনি শিক্ষার মূলধারা থেকে 'ঝরে পড়া' বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীর কোনো খবর আর রাখেন না। যেমন, এ বছর এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ ১ লাখ ৯২ হাজার ৫৯৬ জনের সঙ্গে যদি ভর্তি না হওয়া ১ লাখ ৫১ হাজার ৫০৬ জনকে যোগ করা হয় তাহলে মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ৩ লাখ ৪৪ হাজার ১০২। এদের আমরা কী বলব? 'ঝরে পড়া' শিক্ষার্থী? এরা সবাই কি হারিয়ে যাবে শিক্ষার মূলধারা থেকে? এই বিপুলসংখ্যক তরুণ জনশক্তির শেষ পরিণতি কী দাঁড়াবে, তা কি আমরা ভেবে দেখেছি কখনও? বিস্ময়কর সত্যি হচ্ছে, প্রতি বছর কম করেও এই সংখ্যক বা এর চেয়ে বেশি সংখ্যক তরুণ হারিয়ে যাচ্ছে দেশের মূলধারার শিক্ষা থেকে। অথচ এদের নিয়ে কারও কোনো মাথাব্যথা নেই।

শিক্ষার সড়ক থেকে এই বিপুলসংখ্যক তরুণের বিচ্যুত হয়ে পড়ার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে ভাবা উচিত। বলার অপেক্ষা রাখে না, এই তরুণরা জাতির জন্য বিপুল সম্ভাবনাময় জনশক্তি। মাত্র 'একটি অকৃতকার্যতার' জন্য কিংবা কৃতকার্য হওয়ার পরও 'কলেজে ভর্তি হতে পারার মতো আর্থিক অক্ষমতার' কারণে তারুণ্যের সম্ভাবনাময় এই জনশক্তিকে আমরা হারিয়ে যেতে দিতে পারি না। এদের জাতির জনসম্পদে পরিণত করার জন্য উপযুক্ত প্রায়োগিক শিক্ষার ধারায় প্রশিক্ষিত করে তোলা প্রয়োজন।

'শিক্ষা'কে আমরা 'পরীক্ষায়' রূপান্তরিত করে ফেলেছি। এ শিক্ষা পদ্ধতির সম্পূর্ণ মনোযোগ পড়েছে জিপি ৫ নির্মাণের দিকে। বিপুলসংখ্যক জিপি ৫-এর ধাক্কায় গড় মানের শিক্ষার্থীরা উপেক্ষা বা উপহাসের পাত্রে পরিণত হয়েছে। এই ভয়ংকর অসুস্থ প্রবণতা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। প্রকৃত শিক্ষার চেতনায় 'ঝরে পড়া' এই 'অকৃতকার্য' ও 'ভর্তি আবেদন না করা' শিক্ষার্থীদের কাছেই আমাদের আবেদন রাখতে হবে— তোমরা হারিয়ে যেও না, হারিয়ে যেতে পার না। এই বিপুলসংখ্যক তরুণ জনশক্তিকে জনসম্পদে পরিণত করার উদ্যোগ নিতে হবে জরুরিভাবে। আমরা আশা করি, শিক্ষা সংশ্লিষ্টরা বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে ভেবে দেখবেন।